যায়যায়দিন

তারিখ 05 OCT 2007
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ৭

শিক্ষকদের মুক্তি নির্ভর করছে যারা তাদের গ্রেফতার করছে তাদের ওপর : জাস্টিস হাবিব

ছাত্র শিক্ষকদের লেজুড়বৃত্তি রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত : অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল

যায়যায়দি রিপোর্ট

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র অসন্তোষের ঘটনা তদন্ত করতে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান জাস্টিস হাবিবুর রহমান খান বলেন, ঈদের পর ঢাকা ইউনিভার্সিটি খুলতে মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির দরকার। এ জন্য শিক্ষকদের মুক্তির প্রয়োজনীতা রয়েছে কি না সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া না দেয়া নির্ভর করছে যারা তাদের গ্রেফতার করছে তাদের ওপর। এ ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি কিংবা তার করণীয় কিছু নেই। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে দেশ পরিচালনাকারীসহ সবাইকে চেষ্টা করতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার তদন্ত কমিশন কার্যালয়ে বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের সঙ্গে দেখা করেন কেয়ারটেকার সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও ঢাবির ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ। তারা দুজন ইউনিভার্সিটি ও মানবাধিকার বিষয়ে কমিশনকে পরামর্শ দেন। হাবিবুর রহমান খান জানান, এ দুজনকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হয়নি। তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়। তিনি বলেন, ইউনিভার্সিটির সাবেক কয়েক ভিসির সঙ্গে তিনি কথা বলতে চান। তবে কতোজন বা কার সঙ্গে তিনি কথা বলবেন তা এখনো ঠিক হয়নি। গতকাল ছিল কমিশনের ২৭তম কার্যদিবস। এ পর্যন্ত কমিশনে ৯২ জনের সাক্ষ্য নেয়া হয়েছে।

বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান জানান, কমিশনে সুলতানা কামাল বলেন, শিক্ষকদের রাজনীতি না করাই ভালো। আর শিক্ষার্থীদের লেজুড় ভিত্তি রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত, যাতে করে শিক্ষার্থীদের বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হওয়া বন্ধ হয়। তিনি বলেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সব পেশার মানুষকে একে অন্যের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সুলতানা কামাল বলেন, তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। তবে বিভিন্ন স্থানে ভাংচুরের ঘটনা দেখেছেন। যাতে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেটিই তিনি কামনা করেন। কমিশন এ সমস্যাটির এমন একটি সমাধান দেবে যাতে দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান জানান, প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ কমিশনে বলেন, ইউনিভার্সিটির অপ্রীতিকর ঘটনার সময় তিনি দেশে ছিলেন না। ভিসি দেশে না থাকলেই ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন ঝামেলা তৈরি হয় কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে ফায়েজ বলেন, এটি অনেকটা কাকতালীয়। তবে সেদিন তিনি থাকলে অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতেন এবং পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণে আসতে পারতো বলে তিনি মনে করেন। ঈদের পর নির্বিঘ্নে ইউনিভার্সিটি খোলার ব্যাপারে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ জন্য তিনি শিক্ষক-অভিভাবকসহ সবার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে করে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। শিক্ষকদের মুক্তির ব্যাপারেও তিনি সব মহলের সঙ্গে যোগাযোগ চালাচ্ছেন। হাবিবুর রহমান বলেন, মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে ভিসি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে তার মনে হয়েছে।

আগামী রবিবার কমিশনে সাক্ষ্য দেবেন ডিজিএফআইয়ের আতিকুর রহমান ও সিএসবির সাংবাদিক শাকিল বিন মুশ্তাক।

আজিজুল বারী হেলাল বলেন, যে মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেই মামলা থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কারণ মামলার চূড়ান্ত রিপোর্টে তার নাম ছিল না। অন্য আরেকটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তিনি দাবি করেন, ঘটনার সময় তিনি খেলার মাঠ বা ইউনিভার্সিটির কোনো এলাকাতেও ছিলেন না। পত্রিকায় তাকে জড়িয়ে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তা ভিত্তিহীন বলে তিনি দাবি করেন। বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলেন, তার দাবি কতোটা যৌক্তিক বা গ্রহণযোগ্য হয় তা মিলিয়ে দেখা হবে।

প্রফেসর হারুন-অর রশীদ বলেন, তিনি শিক্ষক সমিতির মিছিলে ছিলেন। এছাড়া সমিতির কার্যকর সভা ও সাধারণ সভাতেও ছিলেন। কিন্তু শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্ত সবাই মিলে নিয়েছেন। তিনি বলেন, ছাত্রদের বাদ দিয়ে তারা মিছিল করতে পারেননি। কারণ ছাত্ররা তাদের সঙ্গে যোগ দেন। ছাত্রদের দূরে রাখা সম্ভব হয়নি। এ সমাবেশ ছাত্রদের উজ্জীবিত করেছে। তিনি বলেন, সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করার পর শিক্ষকরা ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

প্রফেসর নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন। তিনি মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করেন। এছাড়া তিনি ইউনিভার্সিটির কোনো প্রসাশনিক কাজের সঙ্গেও জড়িত নয় । আইনজীবীরা যখন জানালেন তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে তখন তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন।

আগামী ৩ অক্টোবর এশিয়াটিক সোসাইটির প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম সাক্ষ্য দেবেন। ৪ অক্টোবর কেয়ারটেকার সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল, ঢাবির ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ, ঢাবির ক্লিনিকাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহমুদুর রহমান কমিশনে সাক্ষ্য দেবেন বলে কমিশন জানায়।

সোমবার তদন্ত কমিশনে ২৪তম কার্যদিবস অতিবাহিত হয়। এ নিয়ে মোট তদন্ত কমিশনে ৮৬ জন সাক্ষ্য দিলেন।